দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ..2 3 JUL 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬......

16

ইসলামী ভার্সিটি

ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ ॥ গুলি, বোমা ॥ শিক্ষকসহ আহত ১০০

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ বুধবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে বিভিন্ন বিভাগের ১০ শিক্ষক, ৩ শিবির কর্মী, ২ ছাত্রলীগ নেতাসহ উভয় গ্রুপের প্রায় শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হয়। বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় মেইন গেটের সম্মুখে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ বাধলে প্রতিপক্ষের গুলিতে

(২ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

ইসলামী ভার্সিটিতে

(প্রথম পাতার পর)

ছাত্রশিবিরের নূর ইসলাম খোকন (বিবিএ, প্রথম বর্ষ) ও এসএম জিয়াউর রহমান (ইসলামের ইতিহাস) ও ফাহিম (আল হাদিস) মারাত্মক আহত হয়। তাদেরকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে কয়েক শ' বোমা বিস্ফোরণ ও গুলির আওয়াজ শুনে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী চারদিকে ছুটতে থাকে। পরে ছাত্রশিবির বেলা ২টার দিকে জঙ্গী মিছিল নিয়ে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে প্রক্টর ও ছাত্র উপদেষ্টার কক্ষ ভাংচুরের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। এ সময় বিএনসিসি'র কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রগতিশীল শিক্ষক হারুনর রশিদ আসকারীকে (ইংরেজী) লাঞ্ছিত করে কক্ষ থেকে বের করে দেয় শিবির সন্ত্রাসীরা। একই সাথে আইন বিভাগের সহকারী শিক্ষক ও বিএনসিসি নেভী প্লাটুনের কর্মকর্তা নকিব মোহাম্মদ নসরুল্লাও আহত হন।

ছাত্রলীগ কর্মী শাহানশাহ মিলন (হিসাব বিজ্ঞান মাস্টার্স) পরীক্ষার হল থেকে বেলা দেড়টার দিকে বের হলে শিবির কর্মীরা তাকে একা পেয়ে তাড়া করে। এক পর্যায়ে প্রশাসন ভবনের নিচে তাকে হাত কুড়াল দিয়ে কোপাতে থাকলে কয়েকজন শিক্ষক তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া হাসপাতালে পাঠান। মিলনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক পুলিশ না থাকায় ছাত্রশিবির জঙ্গী মিছিল নিয়ে উপাচার্য অফিসে হামলা চালায়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫তম একাডেমিক মিটিং চলছিল। শিবিরকর্মীরা উপাচার্য অফিসের গেটম্যান আবুল কাসেমকে মারধর করে গেট ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে ডিসি অফিসের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভাংচুর করে। শিবিরের সন্ত্রাসীরা উপাচার্যের মূল কক্ষে ঢুকে ৩ সহকারী প্রক্টর, ২ জন প্রভোস্টসহ বঙ্গবন্ধু পরিষদের কয়েকজন শিক্ষককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

খবর পেয়ে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের দুই পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয়সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষক সমিতির সভাপতির কাছ থেকে জানতে চাওয়া হলে তিনি পরিষ্কার তেমন কিছু জানাননি। অপর এক সূত্রে জানা যায়, একাডেমিক কাউন্সিল বৃহস্পতিবার আবার বৈঠকে বসবে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন হল বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি।